যায়যায়দিন

তারিখ 10 MAR 2009
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে ভর্তি বাণিজ্য

৮শ শিক্ষার্থীর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

কুষ্টিয়া সংবাদদাতা ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধা তালিকায় স্থান পাওয়ার পরও কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের ৮০০ শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারছে না। ভর্তি বাণিজ্যের কারণে ৮০০ আসন ফাঁকা থাকার পরও সিট নেই সুর তুলে ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সূত্র বলছে, ছাত্রলীগ ক্যাডাররা মেধা তালিকার শেষের দিকে অবস্থানকারী ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ভর্তির জন্য জনপ্রতি ১০ হাজার টাকা করে আদায় করেছে। কলেজ প্রশাসন জানায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথমবর্ষে ভর্তির জন্য প্রায় ৬ হাজার শিক্ষার্থীকে মেধা তালিকায় রাখা হয়। কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে ১৭টি বিভাগে মোট ২ হাজার ৬০০ আসন রয়েছে। ভর্তি কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর মানবিক, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান শাখায় সব মিলিয়ে ১ হাজার ৮০০ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ ৮০০ আসন ফাঁকা থাকা অবস্থায় কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করে ভর্তি বাণিজ্য করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগ কলেজ শাখার সভাপতি রাজন ও সেক্রেটারি মামুনের নেতৃত্বে কয়েকশ বহিরাগত ছাত্রলীগ ক্যাডার ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। শনিবার কোনো মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয়নি। ওইদিন আগে মনোনয়ন পাওয়া কয়েকজনকে আসন ভিত্তিক বিষয় বণ্টন করা হয়। রবিবার থেকে মৌখিক পরীক্ষাসহ ভর্তির সব কার্যক্রম স্থগিত করে দিতে বাধ্য করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীসহ বহিরাগত ক্যাডাররা। ছাত্রলীগের ভর্তি বাণিজ্যের কারণে স্বাভাবিক নিয়মে মেধাতালিকায় মাঝামাঝি থাকার পরও ৮০০ শিক্ষার্থী ভর্তি বঞ্চিত হচ্ছে। ছাত্রলীগের ক্যাডাররা মেধা তালিকায় শেষের দিকে থাকা ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে জনপ্রতি ১০ হাজার টাকা নিয়ে ভর্তির জন্য মনোনীত করছে। এতে মেধা তালিকায় থেকেও ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। ভর্তি হতে আসা একাধিক ছাত্রছাত্রী অভিযোগ করেছেন, কয়েকদিন ধরে ঘুরেও তারা মৌখিক পরীক্ষা দিতে পারছেন না। শিক্ষকরা পর্যন্ত নেতাদের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে ছাত্রমৈত্রী সভাপতি সুব্রত পাল ও জাসদ ছাত্রলীগের জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক অভিজিৎ সিংহ রায় পাপ্পু বলেন, আমরা নিয়মানুযায়ী ভর্তি করার বিষয়ে কলেজ প্রশাসনকে চাপ সৃষ্টি করেও কোনো ফল পাচ্ছি না। এ ব্যাপারে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাদের হুসাইন চৌধুরী জানান, ভর্তি নিয়মানুযায়ী করানোর ইচ্ছা থাকলেও তা সম্ভব হচ্ছে না। ৮০০ আসন ফাঁকা থাকার বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, অল্প কিছু আসন ফাঁকা রয়েছে যাতে ছাত্রলীগের ছেলেরা তাদের সংগঠনের ছেলেদের ভর্তি করতে চাচ্ছে।